দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জনমত

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির তারিখ

দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এখন বন্যাকবলিত। বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে শত শত গবাদিপশু। হাজার হাজার পরিবার আশ্রয় নিয়েছে স্কুল-কলেজের ত্রাণ শিবিরে, খোলা আকাশের নীচে। দুর্গত অঞ্চলের অনেক ছাত্রছাত্রীই এ বছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রার্থী। কিন্তু শিক্ষাবোর্ডসমূহ ফরমান জারি করেছেন এ মাসের মধ্যেই ভর্তি হতে হবে। তাই বড় বড় শহরের কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা অনেকেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই এই দুর্যোগ মুহূর্তে আমাদের ছেলেমেয়েদের কলেজে ভর্তি করতে পারছি না। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ভর্তির প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি বিনা জরিমানায় ভর্তির তারিখ আরও এক মাস বৃদ্ধি করেন, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশের উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ হাফিজুর রহমান
কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

॥ ২ ॥

এ বছরের বন্যায় দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। তাই আমরা, যারা এই ভয়ংকর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। আবার বন্যাকবলিত অঞ্চলসমূহের বহু সংখ্যক স্কুল কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ বছর কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শ্রেণীতে ভর্তির শেষ তারিখ ৩০শে আগস্ট তারিখে নির্ধারিত হয়েছে। শিক্ষাবোর্ডসমূহের এ কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবাস্তব। যে ক্ষেত্রে আজকাল ১৯৮৩ সালের অনার্স পরীক্ষা ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়, সেক্ষেত্রে দেশের ভয়াবহ বন্যার কারণে ভর্তির সময়সীমা আরও ২০/২৫ দিন বৃদ্ধি করা হলে শিক্ষাবোর্ড প্রশাসনের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। অতএব সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণে এবং বন্যাত ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এক দল শ্রেণীতে

ভর্তির সময়সীমা আরও ২০ দিন বৃদ্ধির জন্য আমরা মাননীয় শিক্ষা সচিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আবদুস সোবহান খান
নাগরপুর বাজার
নগরপুর, টাঙ্গাইল।